# তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

অভিজিৎ রায়

বিষ্ণু দে প্রকারান্তরে আমার উপকারই করলেন। তার প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আমি ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি 'সহানুভূতিশীল' । আপরদিকে সেতারা হাশেম নিরন্তর বলে চলেছেন আমি নাকি 'ইসলাম ব্যাশার'। একই সাথে তো দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিস সত্য হতে পারে না। আমি একই সাথে 'ইসলাম বিদ্বেষী' এবং 'ইসলামপ্রিয়' হব কি করে? দু জনের কথাই সত্যি হলে আমাদের অভিধানে 'হাসজারু' মার্কা একটি নতুন শব্দ সংযোজন করতে হবে -'সহানুভুতিশীল ইসলাম ব্যাশার'। ক'দিন আগে বিষ্ণু দে সেতারা হাসেমের সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে 'সোনার পাথর বাটি'র উপমা হাজির করেছিলেন। পাঠকরা হয়ত বিভ্রান্ত হতে পারেন এই ভেবে যে 'সহানুভুতিশীল ইসলাম ব্যাশার' term টাও বোধ হয় সোনার পাথর বাটির মতই আবাস্তব কোন কিছু। এ ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয় এক্ষেত্রে বিষ্ণু দে এবং সেতারা হাসেম - দুজনের একজন মিথ্যে বলছেন, অথবা দু'জনেই মিথ্যে বলছেন। একই সাথে দুজন সত্যি বলছেন না - এটা নিশ্চিত, কারণ তাইলে পরিস্থিতিটা 'সোনার পাথর বাটি' কিংবা 'কাঁঠালের আমসত্ত্বে'র মতই দাঁড়াবে। কিন্তু প্রিয় পাঠক, আপনাদের বিভ্রান্তিটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে বলি - আসলে দুজনের কেউই মিথ্যে বলছেন না; অন্ততঃ পক্ষে তাঁদের দুজনের কাছেই নিজ নিজ অবস্থানকে সত্য বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ আছে।

আসলে সমস্যাটা তাঁদের শ্রেণী-অবস্থানগত এবং সেই সাথে দৃষ্টিভঙ্গীগত। সেতারা হাসেম দীর্ঘদিন মার্ক্সবাদের চর্চা করে কমিউনিস্ট হয়েছেন ঠিকি, কিন্তু ইসলামের সাথে তাঁর আত্মিক বন্ধনটুকু ছিন্ন করতে পারেন নি। অভিজিৎ রায় যখন ইসলামের সমালোচনা করে, তখন সেই সমালোচনা তার বুকে শেলের মত গিয়ে বিঁধে। অপরদিকে সেই একই অভিজিৎ রায় যখন সতী দাহ, ডাইনী হত্যা, জাতিভেদ, পণপ্রথা, শূদ্র-দাসদের নিয়ে লেখে, তখন সেগুলো আর উনি দেখতে পান না। সেজন্য অভিজিৎ রায়কে সবসময়ই তার 'ইসলাম ব্যাশার' মনে হয়। এই ব্যাপারটি ঘটছে অবচেতন মনেই তার ইসলামের প্রতি অনুরাগ বজায় থাকার কারণে। অপরদিকে বিষ্ণুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। উনি বড় হয়েছেন হিন্দু পরিবেশে। মুখে যত ই 'ফ্রি থিঙ্কার' বলুন না কেন, আর 'অবজেকটিভনেস' এর ফুলঝুরি ফোটান না কেন, কেউ হিন্দুত্বের সমালোচনা করলে উনার খারাপ লাগে। উনার মন যদি সত্যিকার অর্থেই 'মুক্ত' হত, তবে আমার এক পশলা হিন্দুত্বের সমালোচনায় উনার গায়ে বৃষ্টির আঁচরটিও লাগত না।

যেমনি লাগে নি আবুল কাশেম কিংবা কামরান মির্জার। সেতারা হাসেমের উত্তরে আমার যে লেখাটিকে বিষ্ণুদের কাছে 'মুসলিমদের প্রতি সহানুভুতিশীল' মনে হয়েছে, সেই লেখাটির জন্যই আমি ব্যক্তিগতভাবে আবুল কাশেম এবং কামরান মির্জার কাছ থেকে প্রশংসা বাক্য পেয়েছি (এ দুজন ছাড়াও বেশ ক'জনের কাছ থেকে ফোরামে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুভাল মন্তব্য পেয়েছি, সবাইকে এ জন্য ধন্যবাদ) । আবুল কাশেম এবং কামরান মির্জা দুজনেই ইসলামের খুব বড় সমালোচক। তাদের কাছে মনে হয়নি যে আমি ইসলামের তোষামোদ করছি, কিন্তু 'হিন্দু ফ্রিথিঙ্কার' বিষ্ণু দের কাছে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তাঁর পূর্বের শ্রেনীগত অবস্থানের কারণেই। তাঁর হিন্দুত্বের প্রতি নাড়ীর বন্ধন টুকু অটুট থাকার কারণেই ইদানিং আমার সমস্ত লেখায় 'হিন্দু বিদ্বেষ' আর 'ভারত বিদ্বেষ' লক্ষ্য করেন। তার উল্লিখিত নীচের লাইনটি এর পরিস্কার প্রমাণ - 'I have equally intrigued by his readiness to "bash" India and Hinduism, even when situations have not demanded his attention.' এ হচ্ছে 'India über Alles' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডঃ জাফর উল্লাহ একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই über Alles দের নিয়ে। তবে জাফর উল্লাহর প্রবন্ধের চরিত্ররা ছিল বাংলাদেশী - কখন কারা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে এ নিয়ে এরা থাকেন খুব পেরেশান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ über Alles এর সংক্রামক ব্যাধি শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নেই, পার্শ্ববর্তী 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ'টির বাসিন্দাদের মধ্যেও যথেষ্ট ভালভাবেই খুঁটি গেড়েছে। এই শ্রেনীর হিন্দু বংশোদ্ভুত 'ফ্রিথিঙ্কার'রা নিজেরা হিন্দু হলেও হিন্দুত্বের কখনই কোন 'দোষ' দেখেন না, সব দোষ হচ্ছে নন্দ ঘোষ 'মুসলিম'দের আর 'ইসলামে'র; উবার এলিসের মোহে এরা ভারতকে সব সময়ই মহান কিছু মনে করেন, যদিও বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন; শুন্য অবস্থা থেকে এই 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' স্রেফ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে বিজেপির উত্থান আর শেষ পর্যন্ত একটা সময় ক্ষমতা দখল, বাবড়ী মসজিদ ভাঙ্গা, গুজরাতে দাঙ্গা, দলিত এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন, যৌতুক আর পন প্রথা, নারী শিশু হত্যা, সতীদাহ- সব কিছুকেই উনারা 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা হিসেবে দেখেন, আর 'মডার্ণ ইনডিয়ার' স্বপ্নে বিভোর থাকেন; কেউ তাদের বিশ্বাসের বিপরীত কিছু লিখলেই তাঁদের 'নরম দিলে' মহা চোট লেগে যায়। হুঙ্কার ছেড়ে তারা তখন হিন্দুত্ব আর 'ভারত মাতা'র সম্ভ্রম রক্ষায় নিয়োজিত হয়ে যান। এদের 'ফ্রি-থিঙ্কিং' এর ফরম্যাটটি হল - যত পার ইসলাম আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে লেখ, বাংলাদেশকে তালিবান বানিয়ে ছেড়ে দাও, কামরান মির্জা আর আবুল কাশেমের নতুন আর্টিকেল বেরুলেই 'সাবাস সাবাস' বলে পিঠ চাপরে দাও; আলী সিনার ওয়েব-সাইটে গিয়ে হজরত মুহম্মদ কতটা 'pervert' - নিজের পুত্র-বধু জয়নবকে কি করে শয্যায় নিল সে সম্বন্ধে যত পার ডেটা জোগার কর, কিন্তু হিন্দুত্ব , ভারত আর আমেরিকার সমালোচনা করেছ তো মরেছ! তখন আর তোমার লেখায় লজিক থাকবেনা, অবজেকটিভিটি খুঁজে পাওয়া যাবে

না। তাদের এই 'অবজেকটিভ' ফ্রি-থিঙ্কিং ফরম্যাটের শিকার শুধু আমি নই, সাম্প্রতিক সময়ে জাহেদও হয়েছে। বেশ ক' বছর বাদে জাহেদ মুক্ত-মনায় লিখতে এসে ইসলামের উপর বেশ কিছু সমালোচনাধর্মী উচু মানের প্রবন্ধ লিখেছিল। 'My Experience with Islam', 'Islam's Lost Heritage' ইত্যাদি। এপর্যন্ত সব ঠিকি ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে সে আবু গারিবে Abuse নিয়ে আমেরিকার সমালোচনা করে নিউইয়র্ক টাইমসে একটি প্রতিবাদ পোস্ট করল আর মুক্ত-মনায় সেটা জানালো, ওমনি বোধ হয় 'অবজেকটিভ ফরম্যাটের' বাইরে চলে গেল সে। এক 'হিন্দু বাবু' জাহেদের মুসলিম অরিজিন আর আমেরিকার প্রতি আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফেললেন, রীতি মত বিতর্ক বাঁধিয়ে দিলেন জাহেদের সাথে। আসলে উনাদের 'ফ্রি থিঙ্কিং' মাথা ঠিক এভাবেই, এই ফরম্যাটেই কাজ করে- 'আসুন সবাই মিলে কেবল ইসলাম আর মুসলিম পিটাই, অন্য কিছুর প্রতি স্রেফ চোখ বুজে থাকি- এই ফরম্যাটের একচুল এদিক-ওদিক হয়েছে তো আর তুমি ফ্রিথিঙ্কার রইবে না!'

ইদানিং এক নতুন স্টাইল দেখছি কারো কারো লেখায়। লিখা শুরুর আগেই ঘোষনা দিয়ে নেন - 'আমি কিন্তু বাপু নাস্তিক' বলেই আবার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মটির গুনগান গাইতে থাকেন। কামিল আরিফ বলে এক ভদ্রলোক মুক্ত-মনা সহ অন্যান্য জায়গায় লেখা শুরু করেছেন ইদানিং। প্রতিটি লেখা শুরুর আগে ঘটা করে তিনি জানান দেন যে - আমি কিন্তু নাস্তিক, ধর্ম মানি না - বলেই আবার 'মুহম্মদ কেন এত সফল' শিরোনামে মুহম্মদের নবুয়তের প্রতি ওকালতি শুরু করেন, কিংবা কোরানের মধ্যে 'ফারাও এর ঘটনাবলীর সত্যতা' খুঁজে পান। এ দেখে ইসলামের এক সমালোচক তার ফোরামে কামিলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'কামিল তুমি তো বাপু নাস্তিক নও, পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে - তুমি ইসলামিস্ট। -When it looks like SH*T, and smell like SH*T, it is SH*T'।

বিষ্ণু দেও এবারকার লেখাটির শুরুতেই বয়েছেন - 'I have never been culturally, socially or religiously attracted to the doctrine of Hinduism and have always been vocal in decrying the hypocrisies associated with the religion and its social practices,... ...' আর তারপরই ক্রমাগত হিন্দু ধর্মের জয়গান গেয়ে চলেছেন। পুরো লেখায় যেভাবে উনি যে ভাবে হিন্দুইজম কে আগা-গোড়া ডিফেন্ড করেছেন, পাগলেও বুঝবে তার অবস্থান কোথায়। যতই 'আমি হিন্দু নই', 'আমি হিন্দু নই' বলে চীৎকার করুন না কেন, আজকে লাভ বোধ হয় হবে না তেমন। শিট ফিট না বলে এক্ষেত্রে উনার জন্য শালীন একটা বাংলা উপমা দেই - 'যার হাঁসের মত পালক আছে আর যা হাঁসের মত প্যাকপ্যাক করে তা হাঁসই।' বিষ্ণুদে ময়ুরের বেশে পেখম তুলে লেখা শুরু করলেও

শেষ পর্যন্ত তার 'হাস-মূর্তি' আর কারো কাছে গোপন থাকে নি। তিনি যদি তাঁর 'হাঁস-মূর্তি' থেকে বেরুতে পারতেন তাহলে বুঝতেন তিনি আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন, সেগুলো সবগুলোই ভুল। আমি মোটেও শুধু হিন্দু ধর্ম আর ভারতের সমালোচনা করার জন্য লিখি না, ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের বিরুদ্ধে আমি অন্য সবার মত যথেষ্টই সোচ্চার। আবিদ, মাহফুজ আর বিগ্রেডিয়ার আশরাফুজ্জামানের প্রত্যুত্তরে কোরানের বিজ্ঞানময়তা খন্ডন করে লিখেছি, হাসান নামে এক ভদ্রলোকের প্রত্যুত্তরে 'Wife beating in Islam' নামে বেশ বড় সড় লেখা ক দিন আগেও পাঠকদের দিয়েছি, হুমায়ুন আজাদ ছুরিকাহত হওয়ার পর নিজে তো মুক্ত-মনা-ভিন্নমতে বটেই, সেই সাথে বাংলাদেশে ইসলামিজমের ক্রমোত্তরণে শঙ্কা প্রকাশ করে বিভিন্ন সেকুলার সংগঠনে লিখেছি। বাংলাভাই বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পর নিজে উদ্যোগী হয়ে পিটিশন করেছি, স্টেটমেন্ট দিয়েছি, আমাদের সেই বক্তব্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এগুলো তো সাম্প্রতিক সময়েরই ঘটনা। খুব জানতে ইচ্ছে হয় তখন কি বিষ্ণু দে জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিলেন?

বিষ্ণুদে তার লেখায় 'ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম' আর 'হিন্দু ফান্ডামেন্টালিজম' এক নয় বলে এন্তার জ্ঞান দিয়ে গেলেন। উনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি বোধ হয় ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমকে ছোট করে হিন্দু ফান্ডামেন্টালিজম কেই বড় করে দেখাচ্ছি। আমি কোথায় তেমন ইঙ্গিত দিয়েছি? বরং আমি সবসময় এর উলটোটিই বলেছি। যেমন, সম্প্রতি ফয়সাল সাহেবের 'হায় মুক্ত-মনা' নামক একটি প্রবন্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে লিখেছিলাম -

> 'তিনি (ফয়সাল) অভিযোগ করেছেন বঙ্গসন্তানেরা কেন ইসলাম নিয়ে এত বেশী উঠে পড়ে লেগেছে! এর জবাবটা ইদানিংকালের বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা পড়লেই আর বিশ্বের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলেই পেয়ে যাবেন। অনেকেই ভেবে থাকেন সকল ধর্মের সমান সমালোচনা করলেই বুঝি নিরপেক্ষ হওয়া গেল। এ ধারণাটা মোটেই ঠিক নয়। 'মুক্তমনারা সব ধর্মের বিরুদ্ধে সমান সমালোচনা করে না' -প্রায়শই এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় । এই ব্যাপারটা হয়ত সত্য। তাতে আমি তেমন অসুবিধাও দেখছি না। অনেক 'সেক্যুলার' বলে দাবীদার ব্যক্তিরাও খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন এই ব্যাপারটা নিয়ে। অনেকেই ভাবেন সব ধর্মের বিরুদ্ধে সব সময়ই সমানভাবে সমালোচনা করতে হবে। না - সব ধর্মই সমান সমালোচনাযোগ্য নয় বা সমান violent নয়। উদাহরন - বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম, জৈন ধর্ম। এই ধর্মগুলোর ধর্ম গ্রন্থে নিতলৈরোনত স্লোক খুঁজে পাওয়া দুস্কর - যেমনটি কোরাণ ঘাটলেই পাওয়া যায়। সব ধর্মের অনুসারীরাই ৯/১১ এর মত বড় সহিংস ঘটনা ঘটায় নি। সব ধর্মগ্রন্থেই সতীদাহ নেই, শরীয়া নেই। সব ধর্মই বিন লাদেনের জন্ম দেয় নি। কাজেই সব ধর্ম নিয়ে সব সময় সবার সমান মাথা-ব্যথা থাকতে হবে - এটা কোন বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার হতে পারে যে, জাহেদ, কামরান মির্জা, ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, জাফর

> উল্লাহ - মুক্তমনার নিয়মিত লেখকরা ইসলামিক ব্যকগ্রাউন্ড থেকেই উঠে এসেছেন বলে তারা 'নিজেদের ধর্মের' ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কেই লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন অর্থহীন। আর 'জনাব ভালবাসা' (তুচ্ছার্থে নয়) বোধ হয় এটাও খেয়াল করেছেন, যাদের উনি ইসলাম-বিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করছেন তারা কেউই spiritual সুফীবাদের সমালোচনা করছেন না, করছেন violent ওহাবিজমেরই। আর বাংলাদেশের কথা বললে তো ব্যাপারটা আরো ভয়ানক। কারা রমনা বটমুলে, উদীচীর অনুষ্ঠানে, সিপিবি-আওয়ামীলীগের অফিসে, সিনেমা হলে প্রতিনিয়ত বোমা মারছে তা পাগলেও বুঝবে! এগুলো কি শান্তিকামী বৌদ্ধভিক্ষুরা ঘটাচ্ছে নাকি ইসলামিষ্টরা? হুমায়ুন আজাদের মত প্রথিতযশাঃ রাজনীতির সাথে সম্পর্কবিহীন মানুষটাকেও ছেড়ে দিল না। কেন? কারণ উনি ইসলামের সমালোচনা করেন বলে, তাইতো? এত কিছুর পরে সমালোচনার পাল্লাটা যদি ইসলামিস্টদের দিকেই একটু বেশী হেলে পড়ে তবে কি দোষ দেওয়া যায়, ফায়সাল সাহেব? '

অমি যখন এগুলো লিখি হাঁস মুর্তিধারী 'অবজেকটিভ ফ্রিথিঙ্কার' বিষ্ণু দে তখন কোথায় থাকেন? ব্যাঙের মত হাইবারনেশনে চলে যান সম্ভবত। শীতকাল পেরুলেই হাইবারনেশন থেকে উঠে ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে ভারত-বিদ্বেষ আর হিন্দু বিদ্বেষের তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন! এই ধরনের সুযোগ সন্ধানী ব্যাঙদের সংখ্যা হিন্দু সমাজে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, শঙ্কার ব্যাপারটি এটাই।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আমি এন্তার লিখেছি। ই-সমাবেশ নামের একটি ফোরামে যে ব্যক্তিটি প্রথম ইসলামের মিথ উন্মোচনে প্রয়াসী হই। তখন আমি সাথে পেয়েছিলাম অপার্থিবকে। বিষ্ণু দের আমার কথা বিশ্বাস না হলে জামাল হাসান, কামরান মির্জাদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। একটা সময় এর দরকার ছিল। মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে তখন সাহসী লেখক লেখিকা একদমই উঠে আসছিল না। আমার সে সময়কার লেখায় অনেকেই সাহস পেয়েছেন, পরবর্তীতে নিজেদের মেলে ধরেছেন। আজকে ভিন্নমত, মুক্ত-মনায় যে সমস্ত সাহসী নতুন মুখ দেখা যায়, তারা সে সময়কার বীজ থেকে পল্লবিত মহীরূহ। কাজেই এখন অভিজিৎ রায়ের ইসলাম নিয়ে একটু কম লিখা-লিখি করলেও মহাভারত তেমন অশুদ্ধ হবে না। আর তা ছাড়া আবুল কাশেম, কামরান মির্জারা এখন অনেক অনেক পরিনত। আরো আছেন আলমগীর, ইমরান, আসগর, হাবিবুর রহমানের মত উদীয়মান লেখকেরা। আর খাওয়া শেষ হওয়ার প্র চাটনী হিসেবে তো আছেই বিষ্ণু দের মত 'অবজেকটিভ থিঙ্কার'। অভিজিৎ রায় আর লাগে কিসে? আর অভিজিৎ তো আপনার মতে এমনিতেই 'হিপোক্রিট'। এটা তো আপনি একবার না, অনেকবারই বলেছেন। অভিজিতের নামের আগে তো 'so called freethinker' অহরহ লেখেনই। অভিজিতের হিপোক্রিসিটা আজকে আরেকটু বাড়লে তেমন বোধ হয় কারো তেমন অসুবিধা নেই। আর তা ছাড়া আমি আপনার মত 'অবজেকটিভ ফ্রিথিঙ্কার' নই। আমি হচ্ছি 'হিপোক্রিট ফ্রি থিঙ্কার'। আমার গন্ডারের চামড়া; হিন্দু ধর্ম নিয়ে কেউ

কিছু বললে তাই আমার গায়ে কখনই ফোস্কা পড়ে না। আর আমি আপনার মত মহা দেশপ্রেমিকও কখনও ছিলাম না; কাজেই প্রয়োজনে 'Bangladesh-bashing' এও আমার কোন আপত্তি নেই। তো হিপোক্রিট ফ্রিথিঙ্কার হিসেবে এ মুহূর্তে আমার ধারণা হল, ইসলাম ধর্ম নিয়ে তো ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, কামরান মির্জার মত বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত লিখছেনই, তাদের ধামা সবসময় ধরা বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের ক্ষতিকর দিকগুলোও মাঝে মধ্যে তুলে ধরা উচিৎ, বিশেষত হিন্দু ধর্মের। আমার মত হিপোক্রিট বলে বলছি না, পন্ডিত জহরলাল নেহেরুকেও একসময় জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন -

> 'মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ভারতের প্রভুত ক্ষতিসাধন করতে পারে, কিন্তু একমাত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই এ দেশের সর্বনাশ করতে পারে।'

সম্ভবত নেহেরু বিষ্ণু দের মত 'অবজেকটিভ ফ্রিথিঙ্কার' ছিলেন না। সেজন্য হিন্দু ধর্মে 'unfortunately' জন্মেও হিন্দু ধর্মের আগ্রাসী রূপটা ভালই বুঝতে পেরেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার উপর আরেক অত্যন্ত নামকরা গবেষক শ্রীমতি সুকুমারী ভট্টাচার্য একটি বই লিখেছেন - নাম 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' (বিষ্ণু দের মত হাসমুর্তিধারী অবজেকটিভ ফ্রিথিঙ্কার হলে এ বই বাদ দিয়ে সবার আগে বোধ হয় লিখতেন - The Pervert Mr. Muhammad)। সে বই লেখা হয়েছিল বাবড়ি মসজিদ ভাঙ্গার পর পরই। সেখানে তিনি বলেন -

> '১৯৯২ এর ৬ই ডিসেম্বর যা ঘটল তাতে মনে হয় সংঘ পরিবারের হিন্দু শুধুই হিন্দু। হিন্দুত্ব রক্ষা করলেই তার কর্তব্য শেষ হয়, সাম্প্রদায়িকতার বিধবংসী শক্তি থেকে দেশটাকে রক্ষা করার কোন দায় তার নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস সর্বনাশের অতলস্পর্শী খাদের ধারে এসে দাড়িয়েছে। একদিকে তার বর্তমান অর্থনীতি ভয়াবহ আতঙ্কের সঞ্চার করছে আবার তারই সাথে এই নারকীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা তাকে এমন এক প্রলয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যার থেকে উদ্ধারের কোন পথই থাকবে না। অযোদ্ধায় যার শুরু বৃন্দাবন ও মথুরা, সোমনাথের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে দিয়ে তার অনিবার্য গতি কুরুক্ষেত্রের ভাতৃঘাতি সংগ্রামের মহাশ্মশানের দিকে । এখনই অবহিত না হলে অশুভ শক্তি পরাক্রমের মধ্যে মত্ত হয়ে সর্বনাশী, সর্বগ্রাসী ধবংসকর্ম সাধন করবে অপ্রতিহত গতিতে।' (সুকুমারী ভট্টাচার্য, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পৃঃ ২৭-২৮)

বিষ্ণু দে আমাকে জ্ঞান দান করে বলেছেন যে রামায়ন ও মহাভারত নাকি ধর্মগ্রন্থ নয়, স্রেফ মহাকাব্য। এমনভাবে বলছেন যেন উনি ১২ বছর ধরে এ নিয়ে রিসার্চ করে এক মহা নতুন কোন কথা বলছেন, জীবনানন্দ দাসের কবিতার মত - 'কেউ যাহা শোনে নাই কোন এক বাণী, আমি বহে আনি... ...'। রামায়ন আর মহাভারত যে মহাকাব্য সে তো স্কুলের ছেলেটিও জানে। কিন্তু জানে না বোধ হয় আপনার প্রিয় ভারতের গণতান্ত্রিক

সরকার আর রাজনীতিবিদরা। এই দুই মহাকাব্য কিভাবে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উন্মেষ ঘটিয়েছে তা বর্ণনা করেছেন জয়ান্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ' বইয়ে :

> 'দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে রামায়ন ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিশেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমুল্য ধ্রুপদী সম্পদ হিশেবে গন্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিশেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮-৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারী দুরদর্শনে রামায়ন ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দুরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়নের কাহিনী প্রধানত তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়নকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়নের কাহিনী মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষনব ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষনব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়নে বালকান্ড ও উত্তর কান্ড ছিল না। আর পরবর্তী কালে সংযোজিত এই দুই কান্ড এবং সনশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়নে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিশেবেও রামায়নের সাহিত্যগুন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়নে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ট দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। যা এমনকি বালকান্ড ও উত্তরকান্ড সহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়নেরও প্রধান বিষয়বস্তু নয়। দূরদর্শনে এভাবে রামায়নকে মহাকাব্য হিশেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনী ও ধর্মগ্রন্থরূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারী প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ন চলাকালে রামজন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।' (জয়ান্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকাব্য ও মৌলবাদ, পৃঃ ১৪)

বিষ্ণুদে তার লেখায় বলতে চাইছেন, মুসলিমরা যেভাবে কোরান হাদিস অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে হিন্দুরা তা করে না। কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে - তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার পরই বিষ্ণুদে একটি ভুল উপসংহার টেনেছেন। তিনি ভেবেছেন, এ কারণেই বুঝি মুসলিমরা গোড়ামিতে পূর্ণ আর হিন্দুরা গোঁড়ামিমুক্ত। তার উদ্ধৃতি দিয়েই বলি - 'The fact is Hinduism is quite different from any other religion, not only because it has 330 million gods, but also major differences in the way it has been practiced by the people. Lacking a specific path that lead to the so-called god, a large set of doctrines often contradicting one another evolved from the fragmented societies in ancient India. There was no single unifying factor such as language or culture that existed in the past and to a great extent does not exist even today.' অর্থাৎ মুসলিম দের

মত হিন্দুদের যেহেতু কোরান হাদিসের মত নির্দিষ্ট গ্রন্থ আর একেশ্বরবাদ নেই, তারা অনেক দিক থেকেই মুক্ত। এই ধারণাটি ভুল। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, মুসলমানদের গোঁড়ামি পুথিতে আর হিন্দুদের গোঁড়ামি আচারসর্বস্বতায়। ব্যাপারটা খুবই সত্যি, অন্ততঃ বাংলাদেশের হিন্দুদের ক্ষেত্রে তো বটেই। আমার খুব কম হিন্দু বন্ধুকেই স্বেচ্ছায় গো-মাংস ভক্ষণ করতে দেখেছি। এমনিতে ধর্ম কর্ম কেউই ঘটা করে পালন করে না, কিন্তু গরুর মাংস খাওয়ার কথা শুনলেই ছিটকে দশ হাত দূরে চলে যান। মুখে বলেন ধর্মের জন্য নয়, ঐতিহ্যের জন্য, রীতির জন্য নাকি গরু খান না; মহত্ত্ব দেখে আমি মনে মনে হাসি। হিন্দুদের গোঁড়ামির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে তাদের বিয়ের সময়। কে কার চাইতে কত বড় হিন্দু সেটা জাহির করার জন্য অভিভাবকদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। জাত -কুল, তন্ত্র-মন্ত্র, পঞ্জিকা, তিথি, চৌদ্দ রকম সংস্কার, তুক-তাক সব কিছুই তাদের পালন করা চাই। নইলে আবার হিন্দু কি সে! এগুলো আমার নিজের জীবনেই দেখা। বিষ্ণু দে হিন্দু দের 'ডাইভার্সিটি' বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন, 'A good example of the contradictions within Hinduism can be seen in the way Ravana is depicted by the north Indians vis-à-vis south Indians. While the people in the north consider Ravana as a demon, he is revered in the south as a god incarnate.' এ ধরনের কালচারাল ভ্যারিয়েশন সকল ধর্মেই কম বেশী আছে। ইসলাম ধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। উপমহাদেশের মুসলিমরা কেউ মারা গেলে মিলাদ করে, চল্লিশা করে, বিয়ের সময় গায়ে হলুদ করে, মুরুব্বী দেখলে পা ছুঁয়ে সালাম করে, বিপদ আপদে মাজার জিয়ারত করে- যার কোনটাই আরবের মুসলিমরা করে না। তাতে কি মুসলিমরা টলারেন্ট হয়ে গেছে? ইরানের মুসলিমরা বাড়ীতে মুহম্মদের ছবি ঝুলিয়ে রাখে, আর অন্য দেশের মুসলিমরা সেটা কল্পনাও করতে পারে না। শিয়ারা হজরত আলীকে যেভাবে দেখে সুন্নিরা তো সেভাবে দেখে না। তো এতে কি হল? ইসলামাইজেশন কি এতে বন্ধ হয়েছে?

বিষ্ণু দে তার হিন্দুত্ব আর 'ভারত মাতার' সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ইদানিং এক নিবেদিতপ্রাণ সাচ্চা জ্বেহাদী সৈনিকে পরিণত হয়েছেন! তাই সতীদাহের কথা শুনে তার গায়ে আঁচ লাগে। আঁচ শুধু নয়, রীতিমত ফোস্কা পড়ে মনে হল। তার মতে সতীদাহ শতাব্দী প্রাচীন একটা রীতি যা কিনা ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ারের ঘটনা তাঁর চোখে স্রেফ বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। সুতরাং চেপে যাও। কি দরকার এ সব পুরোন কাসুন্দি ঘাটার! তার চেয়ে চল বরং মুসলিম পিটানো যাক! আহা! গায়ের জোড়ে পাহাড় ঠেললেই হল আর কি! রূপ কানোয়ারের ঘটনা না হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তা হলে ২০০২ সালের ৬ অগাস্ট ঘটে যাওয়া গুটটু বাইয়ের ঘটনাটি কি? আরেকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বোধ হয়? এগুলো যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনাই হবে, তবে রূপ কানোয়ারের ঘটনার পর নতুন করে 'কমিশন অব সতী প্রিভেনসন অ্যাকট' করার দরকারই বা কি ছিল? আইন তো ছিলই উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের করা Sati regulation

act of 1829, তাতেও বোধ হয় পোশাচ্ছিল না, তাই না? রাস্তায় হঠাৎ কেউ 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনায় খুন হলে ঘটা করে কোন সরকার 'খুন প্রতিরোধ আইন' তৈরী করতে যায় না; কিন্তু খুনের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে চিন্তা করে। বিষ্ণু দে কি জানেন, রাজস্থানের ঝুনঝুন অঞ্চলে ওই সময়ের কয়েক বছরের হিসাব ধরলে ২৮ টা সতীদাহের ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছিল? রূপের মৃত্যুর চার মাস আগেই একটা সতীদাহ আটকেছিল পুলিশ ২০, ০০০ দর্শককে ছত্রভঙ্গ করে। বিষ্ণু দে কি বুঝতে পারছেন যে, আজ যদি আইন প্রয়োগকারী সনস্থা হস্তক্ষেপ না করে তবে প্রতি মাসে নিদেন পক্ষে দশটি করে সতীর ঘটনা ঘটতে থাকবে? বিষ্ণু দে কি জানেন ১৯৫৪ সালের পর থেকে ঝুনঝুনুর পুরোন সতী মন্দির সংস্কার করে কত বড় করা হয়েছে এবং এখানে প্রতিবছর কত ব্যাপক আকারে বার্ষিক সতীমেলা অনুষ্ঠিত হয়? বিষ্ণুদে কি জানেন যে, 'রানী সতী সর্বসংঘ' পত্তন করা হয়েছে একটার পর একটা পুরোন সতীমন্দির খুঁজে বার করে চালু করার জন্য? এই সংঘ এখন ভারতের একশ'র ওপর সতী মন্দিরের দেখভাল করে। উবার অ্যালিস হয়ে বালিশে মাথা গুজে থাকলে এগুলো কখনই নজরে পড়বে না।

'মডার্ণ ইন্ডিয়া' আর গণতান্ত্রিক ভারত নিয়ে বিষ্ণুদের গর্বের শেষ নেই। কিন্তু কোন ধরনের গণতন্ত্র শেখাচ্ছে আমাদের ভারত? আমরা দেখলাম কংগ্রেস নেত্রী হয়ে নির্বাচনে জয়ের পরও স্রেফ 'বিদেশিনী' ইস্যুতে সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না - এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিকে দেশেই। সুস্মা স্বরাজ মাথা মুরিয়ে মাথায় সিদুর দিয়ে সাদা থান পরে রাস্তায় তার হোৎকা শরীর নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবেন বলে হুমকি দিলেন, আর চ্যালা-চামুন্ডারা তাই দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন - কত্ত প্রোগ্রেসিভ আর মডার্ণ ভারতবাসীরা, না? ঝানু ঝানু রাজনীতিবিদ থাকা সত্ত্বেও সবাইকে বাদ দিয়ে রাহুল, প্রিয়াঙ্কাকে নেতা-নেত্রী বানিয়ে মাথায় তুলে নাচানাচি কি গণতন্ত্রের আড়ালে 'নেহেরু পরিবারের রাজতন্ত্র' নয়? এই গণতান্ত্রিক দেশেই আমরা দেখেছি এক ক্রিকেটর (নভোজ্যোৎ সিং সিধু) ঘুষি মেরে মানুষ মেরে ফেললেও মামলা পর্যন্ত হয় না - স্রেফ জাতীয় দলে খেলবার সুবাদে। আরেক ক্রিকেটারের লাখ টাকা ট্যাক্স পর্যন্ত মকুফ হয়ে যায়। এগুলো কোন গণতান্ত্রিক আইনে আছে? এই গণতান্ত্রিক দেশেই আমরা দেখেছি দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মত কুখ্যাত চরিত্রগুলো। এদেশেই হিজলতলার গৃহবধুকে একঘরে করে রাখা হয় শুধুমাত্র শাখা-সিঁদুর না পরার কারণে, মুক্ত-মনা তাহমিনা কে হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় তার স্বামী সুকুমারেরর পদবী না লিখবার জন্য। মুরলী মনোহর জোশী জ্যোতিষশাস্ত্রকে 'বিজ্ঞান' বানিয়ে কলেজের পাঠ্যসূচীর আওতায় আনতে চেয়েছে - এই 'মডার্ণ ইন্ডিয়াতেই'। এগুলো পত্রিকাতেই আসে। বছর কয়েক আগে আনন্দবাজারে একটা খবরে পড়েছিলাম - পশ্চিমবংগ রাজ্য পুলিশের এক বড় কর্তার বাগান থেকে তিনিটি আম গাছের চারা চুরি যাওয়ায় রাজ্য পুলিশ তার বাহিনী নিয়ে তান্ডব চালায় সারা গ্রাম জুড়ে। পুলিশের নৃশংস অত্যাচারে তিনশ গ্রাম বাসী জঙ্গলে পালিয়ে যায়। যাকে সামনে

পেয়েছে লকারে পুরেছে পুলিশ। একবার ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো মিস্টার দে, একজন গরীব লোকের বাগান থেকে আমের চারা চুরি গেলে সে যদি থানায় রিপোর্ট করতে যায়, পুলিশ এই কেসটি কিভাবে নেবে, কিরকম ব্যবহার করবে ওই গরীব লোকটির সাথে? হাস্যাস্পদ করে তুলে চড়-থাপ্পর মেরে তাড়িয়ে দেবে না? এজন্যই প্রবীর ঘোষ তার 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মান' বইয়ে স্পষ্ট করেই বলেছেন -

> 'আমাদের দেশের গণতন্ত্র বীরভোগ্যার গণতন্ত্র। যার যত বেশী ক্ষমতা, যত বেশী অর্থ, যত বেশী শক্তি, তার তত বেশী বেশী গণতন্ত্র। আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখুন; তাহলেই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যাবে গণতন্ত্র আছে দেশের সংবিধানে ও বইয়ের পাতায়, গরীবদের জীবনে নয়।' (প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মান, পৃঃ ১৯৫)।

বিষ্ণুদের মুসলিমদের সাথে তর্ক করতে গেলেই 'Pervert মুহম্মদের অনুসারী' বলে সম্বোধন করে বিমলানন্দ লাভ করেন। তা করুন সমস্যা নেই। ডঃ আলী সিনার ওয়েব সাইটের কল্যাণে মুহম্মদের Pervertism এর সকল খবরাখবরই পাঠকদের এখন জানা। আলী সিনা ইরানের মানুষ। পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের জল-হাওয়ায় নিজেকে গড়ে-পিটে নেওয়া হিউম্যানিস্ট। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের তার প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে এক ব্যক্তির ৬ বছর বয়সী নাবালিকার সাথে পাণিগ্রহনের ঘটনা পড়ে বিচলিত হবারই কথা। কিন্তু আলী যদি বিষ্ণু দে র 'মহান ধর্ম' সম্বন্ধে একটু আধটু জানতেন তাহলে বিচলিত না, রীতিমত অজ্ঞান হয়ে যেতেন। মুহম্মদের তার পুত্র বধুর সাথে সম্পর্ককে যদি অনৈতিক ধরা হয়, তবে ব্রহ্মার নিজ মেয়ে (আপন মেয়ে কিন্তু; মুহম্মদের মত পালক পুত্রের বৌ নয়) শতরূপার সাথে মিলনকে কিভাবে নেবেন? মৎসপুরানে লেখা আছে ব্রহ্মা নাকি একদিন তার নিজের মেয়ে শতরূপাকে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারেন নি। হিন্দুদের আদি মানব মনুর জন্ম হয় ব্রহ্মা আর শতরূপার মিলন থেকেই। তাহলে উপরে মারা 'পারভার্ট জাতির' থুতুটি কার গায়ে গিয়ে লাগল, মিস্টার দে? বিষ্ণু দে হয়ত বলতে পারেন পুরাণের চরিত্রগুলো তো কোন বাস্তব চরিত্র নয়, মানুষের কল্পণা। হ্যা, কিন্তু কল্পনা তো আকাশ থেকে হয় না, উপকরণ লাগে। ওই বিকৃত কল্পনাগুলো করেছিল বৈদিক যুগের পুরুষেরা। তারা নিজেরা ছিল কামাসক্ত, বহুপত্নিক এবং অজাচারী; তাই তাদের কল্পনায় তৈরী দেব-দেবীগুলোও ছিল তাদের মতই চরিত্রের। এজন্যই সমস্ত হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক গুলোতে শুধু অযাচিত কাম আর মৈথুনের ছড়াছড়ি। শুধু ব্রহ্মা ই নয়, নিজ মেয়ের সাথে মিলনের কান্ড ঘটিয়েছে দেবতা প্রজাপতিও। উষা ছিলেন প্রজাপতি কন্যা। প্রজাপতি উষার রূপে কামাসক্ত হন, এবং মিলিত হতে চান। তখন উষা মৃগীরূপ ধারণ করেন। প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করে তার সাথে মিলিত হন (মৈত্রায়ন সংহিতা ৪/২/২২)।

পাঠকেরা হয়ত জানেন না হিন্দুরা ভগবান ডেকে যাকে পুজো করেন - সেই ভগবান ব্যাপারটাই যে কতটা অশ্লীল। 'ভগবান' বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হলেও এটি আসলে হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কুখ্যাত উপাধি। 'অবজেকটিভ ফ্রিথিঙ্কার'রা এগুলো এড়িয়ে গেলেও আমাদের 'চাষাভূষা' আরজ আলী মাতুব্বর ঠিকই শুনিয়েছেন সত্যভাষণ টি-

> 'ইন্দ্র ছিলেন শৌর্য বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তাই তার একনাম দেবরাজ। কিন্তু দেবরাজ হলে কি হবে, তার যৌন-চরিত্র ছিল নেহায়েত মন্দ। তিনি তার গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অভিশাপে তার সর্বাঙ্গে একহাজার 'ভগ' (স্ত্রী যোনি) উৎপন্ন হয় এবং তাতে ইন্দ্রের নাম 'ভগবান' (ভগযুক্ত) হয়। অতঃ পর গুরুর দয়ায় উক্ত ভগ চিহ্ন গুলো চক্ষুরূপ লাভ করলে ইন্দ্রের আর এক নাম হয় 'সহস্রলোচন'। 'ভগবান শব্দটি তাই ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষন'। ( আরজ আলী সমগ্র, পৃঃ ১৫৬)

কিন্তু আমরা দেখেছি কুখ্যাত 'ভগবান' আখ্যাটি পেয়েও ইন্দ্রের ব্যভিচারের তৃষ্ণা মেটেনি। পরবর্তীতে কিস্কিন্ধার অধিপতি রক্ষরাজের পত্নীর গর্ভে বালীরাজের জন্ম হয়েছিল ভগবান ইন্দ্রের ব্যভিচারের ফলে। হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলো - ইন্দ্র থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যভিচারী। জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা ও শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীকে প্রতারিত করে বিষ্ণু তাদের সাথে মিলিত হয়ছেন। সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখে অগ্নি একসময় কামার্ত হয়ে পড়েন। আর কত বলব?

প্রবীর ঘোষ এই সব 'মহান' মুনি ঋষিদের সম্বন্ধে তার অলৌকিক নয় লৌকিকে (৫ম খন্ড) লিখেছেন -

> 'পান থেকে চুন খসলে মুনি ঋষিরা রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাপ দিতেন। বিয়ে করতেন। তারপরও রাজাদের আমন্ত্রণে হাজির হতেন রানিদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে। সুন্দরী অপ্সরা আর বারবনিতা দেখলে এতই উত্তেজিত হয়ে যেতেন যে রেতঃপাত হয়ে যেতো। ' (পৃঃ ১৭৬) যেমন, মহাভারতে আমরা দেখি উর্বসীকে দেখে কামনায় মিত্র-বরুনের শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র থেকেই অগস্ত্য ও বশিষ্টের জন্ম হয়।

মুহম্মদের তেরখান বৌ নিয়ে বিষ্ণুদের চিন্তার শেষ নেই, তিনি কি জানেন, পদ্মপুরান অনুসারে (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীর সংখ্যা ষোল হাজার একশ? এদের সকলেই যে গোপবালা ছিলেন তা নয়, নানা দেশ থেকে সুন্দরীদের সংগ্রহ করে তার 'হারেমে' পুরেছিলেন কৃষ্ণ। লম্পট কে বেশী, মিস্টার দে?

অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা কিছু বলা যাক। বাজসনেয়ী সংহিতার ২২-২৩ অধ্যায় থেকে জানতে পারা যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রধান জাদু পুরোহিত প্রধান রাণীর সঙ্গে প্রকাশ্যে যজ্ঞক্ষেত্রের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলনে মেতে উঠতেন। অন্যান্য রানি পুরোহিতরা যৌন-মিলনের নানা উত্তেজক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে থাকতেন উচ্চস্বরে। প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, 'সব মিলিয়ে (অশ্বমেধ যজ্ঞের) পরিবেশটা হল জীবন্ত খিস্তি-খেউড় সহযোগে তা রিলে করে যজ্ঞে হাজির নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া।' (অলৌকিক নয়, লৌকিক পৃঃ ২০২) পরবর্তী যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞে পুরোহিতের জায়গা নেয় যজ্ঞের অশ্বটি। যজ্ঞে নাকি প্রধানা রানি অশ্বের লিঙ্গটি নিয়ে নিজের যোনির সাথে স্পর্শ করাতেন। রানি ও পুরোহিতরা এই মৈথুন দৃশ্যের বর্ণনা করতেন (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩)। কাজেই তানভীর সাহেব এখন নিশ্চিত হতে পারেন, পার্ভার্টিজম শুধু আবু গারীবে, মুহম্মদের জীবনীতে আর আমেরিকার 'অ্যানিমেল সেক্সের' ওয়েবসাইটেই নেই, রয়েছে হিন্দু ধর্মের গোড়াতেও।

রাজা থেকে সাধারণ মানুষ, দেবতা থেকে ঋষি - সবাই বেদের যুগে যৌন উচ্ছৃংখলতায় মত্ত ছিল। বৈদিক সাহিত্য এ কথাই বলে। এ শুধু অভিজিৎ রায়ের বচন নয়, বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদ ডঃ অতুল সুরের কথায় - 'মৈথুন ধর্মটাই সেকালের সনাতন ধর্ম ছিল' (দেবলোকের যৌনজীবন, পৃঃ ৬২)। আর সেজন্যই সাহিত্যে দেখি ৩৩ কোটি দেবতার জন্য ৬০ কোটি বারবনিতা (অপ্সরা) নিয়ে ছিল স্বর্গের সাজানো সংসার। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য উর্বসী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, সুপ্রিয়ার মত ৬০ কোটি কাম-কলা পটিয়সী বারবিনিতা ছিল। তারপরও ওই সব কামুক দেবতারা পরস্ত্রী দেখলেই অজাচারি ও ধর্ষক হয়ে পড়তেন। যেমনি হয়েছেন চন্দ্র। সাতশ টি বৌ আর ৬০ কোটি অপ্সরা নামের বারবনিতার দখল নেয়া সত্ত্বেও দেবগুরু তারার রূপে এমনই কামার্ত হয়ে পড়েন যে তাকে অপহরণ করেন। মহর্ষি উপথ্যের স্ত্রী ভদ্রাকে দেখে জলের দেবতা বরুণ কামনাপীড়িত হন, এবং অপহরণ করেন। এই সমস্ত অনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার গুলোই ঐতিহ্যের নামে কালচারের নামে নানা রঙে, নানা ঢঙ্গে হিন্দু ধর্মের ঔদার্যের পায়েশ হিসেবে জনগণকে ইদানিং খাওয়ানো হচ্ছে।

কোন নারী যৌনমিলন প্রত্যাখান করলে বৃহদারন্যক উপনিষদ ( বৃহ, ৬,৪,৬,৭) বলছে তাকে জোর করে বাধ্য করা উচিৎ। বিষ্ণু দে কি এই ধর্ষণ সমর্থনের কথা জানেন? হিন্দু ধর্মের সব কিছুকেই ঐতিহ্যের নামে, কালচারের নামে 'মহান' ভাবার আগে একটাবার ভাবুন কোন গডডালিকা প্রবাহে আপনি গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন।

সেতারা হাসেমকে আমার দেওয়া পূর্ব্ববর্তী লেখার উদ্দেশ্য ছিল যুগে যুগে ধর্মগ্রন্থ গুলো যে ভায়োলেনসকে উদ্বুদ্ধ করেছে তার ম্যাসেজটি তাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া। সতীদাহ আর ডাইনী পোড়ানোর কথা সেজন্যই এসেছে। ইতিহাসের কথা বলতে গেলে পুরোন

ইতিহাস তো তুলে ধরতেই হবে। যেমন বিজ্ঞানের উপর চার্চের প্রভাব-প্রতিপত্তির ইতিহাস লিখতে গেলে চার্চ কর্তৃক ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারার কথা আর গ্যালিলিওকে অত্যাচারের কথা বলতেই হবে। এখনকার চার্চেগুলো সেরকম কিছু করছে না ঠিকি- কিন্তু তাতে করে তো ইতিহাস পালটে যায় নি। বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গেলে যেমন বলতে হবে ইহুদীদের উপর নাৎসীদের অত্যাচারের কথা। এটাই তো স্বাভাবিক। সেতারা হাসেম যে ভাবে 'ইসলাম ব্যাশার' 'ইসলাম ব্যাশার' করে চ্যাচাচ্ছিলেন তাতে করে আমি যদি কোরান থেকে আরও দশটা ভায়োলেন্ট ভার্স উল্লেখ করতাম - তবে কাজের কাজ কিছুই হত না। ম্যাসেজ পৌছিয়ে দিতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকশ ভঙ্গিমা বদল করতে হয়, প্রতিপক্ষের মন মানসিকতা বুঝতে হয়। সব সময় 'মার মার কাট কাট' করে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে তো ফায়দা হয় না। কোরাণ থেকে কিছু না উল্লেখ করলেও বুদ্ধিমান পাঠক ঠিকি অনুমান করে নিয়েছেন আমি কি বলতে চাইছি - বিশেষতঃ যখন আমিনা, সাফিয়া, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা, সালমান রুশদীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল কাশেম কামরান মির্জারা বুদ্ধিমান বলেই তারা ব্যাপারটা ধরতে পেরে আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, আর বিষ্ণু দের মনে চোট লেগে গেল আর তিনি আমার লেখায় ভারত বিদ্বেষ আর হিন্দু বিদ্বেষ আবিষ্কার করে ফেললেন। 'অবজেকটিভ ফ্রি-থিঙ্কার' বলে কথা।

ধর্মগ্রন্থ ভায়োলেনসের জন্ম দেয় - এটা ঠিকই, তবে এটাও মনে রাখা উচিৎ যে ধর্মগ্রন্থের বাণীগুলোই শেষ কথা নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুলোও বিচার বিশ্লেষনের দাবী রাখে। যদি ধর্মের বাণীগুলোই সবসময় ভায়োলেনসের একমাত্র কারণ হত, তবে ওলড টেস্টামেন্ট তো আরও বেশী ভায়োলেন্ট। ইহুদীরা কি সেই সমস্ত ভায়োলেন্ট ভার্স অনুসরণ করে করে মারামারি কাটাকাটি করছে? করছে না। তবে মুসলিমরা কোথাও মারামারি কাটাকাটি করলেই তাকে কোরাণ দিয়ে সবসময় জায়েজ করতে হবে কেন? আসলে ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কারণে দুই ধর্মের মানুষের মনে ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। যেমনি হয়েছে আমাদের উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এখানে ধর্মগ্রন্থ কাজ করেনি, করেছে দীর্ঘদিন ধরে দুই বিপরীত মেরুর সংস্কৃতির মানুষের পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান। যেমন মনীষী আচার্য রামসুন্দর ত্রীবেদী তার একটি লেখায় মন্তব্য করেছিলেন - 'হিন্দু বহু দেবতার পুজো করেন, এমনকি মাটির প্রতিমা পুজা করেন, ইহা মুসলমানের পক্ষে অসহ্য; এবং মুসলমান গো-হত্যা করেন, ইহাও হিন্দুর পক্ষে অসহ্য। বিদ্বেষের মুল কারণ এইখানে।'

রবীন্দ্রনাথও তার একটি লেখায় বলেছেন -

> 'তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোন বিধান দেখি না।

> যদি বা শাস্ত্রের সে বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি- স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।'

কোরান-হাদিসই যদি মুসলিম টেরোরিজমের একমাত্র উৎস হত, তবে মিস্টার দে, আমায় বলুন তো, আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগেও মুসলিম সন্ত্রাসবাদ, সুইসাইড বোম্বিং এগুলোর কথা এত ঘটা করে শোনা যায় নি কেন? কোরান তো ১৪০০ বছর আগে যেমনটি ছিল, এখনও তেমনটিই আছে। ভায়োলেন্ট ভার্সগুলো তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তাহলে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তুরের দশকে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের কথা শোনা যায়নি কেন? এখানেই আলী সিনা, বিষ্ণু দেরা সব আটকে গেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর 'শুধুমাত্র' কোরাণ ঘাটলে পাওয়া যাবে না; সে জন্যই বলেছি ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুলোও বিচার বিশ্লেষনের দাবী রাখে। তামিল গেরিলাদের মধ্যেও একটা সময় সুইসাইড বোম্বিং এর প্রকোপ আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল; এর কারণ পুরোটাই রাজনৈতিক, ধর্মগ্রন্থ নয়। বিষ্ণু দে যদি খোলা মনে সমকালীন ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি গুলো দেখেন, তাহলে বুঝতে পারতেন, মুসলিমদের মধ্যে 'উম্মাবাজি' আর 'ইসলামাইজেশন' শুরু হয়েছে মুলতঃ ১৯৭৯ সালের পর থেকে যখন ইস্রায়েল, মিশর, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তানে গমন, খোমেনির বিপ্লব ইত্যাদি ইস্যু পৃথিবীকে উত্তাল করেছে। এই বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে শুধু কোরান হাদিস নিয়ে পড়ে থাকলে কখনই সমাধান মিলবে না। অনেকক্ষেত্রেই মুসলিমরা সুইসাইড বোম্বিং করছে, টেরোরিজম ঘটাচ্ছে- তা কোরাণে আছে কি নেই তার ভিত্তিতে নয়, করছে পাশ্চাত্য বিশ্বের কর্মকান্ডকে, আরব বিশ্বের প্রতি তথাকথিত 'দানব' দেশটির বৈদেশিক নীতিকে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক আক্র-মনকে তারা 'ইসলামের প্রতি আঘাত' হিসেবে নিয়েছে, তা সে যে কোন কারণেই হোক। পাশ্চাত্য বিশ্বের নীতি সঠিক কি ভুল- তা এই প্রবন্ধের উপজীব্য নয় - উদ্দেশ্য হল পুঁথি থেকে নাজ-মুখ সরিয়ে মনের জানালাটা আরেকটু খুলে দেওয়া; মুসলিম সন্ত্রাসবাদের অন্যান্য ফ্যাকটরগুলো যেন দৃষ্টি এড়িয়ে না যায় - সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

বিষ্ণু দের লেখা পড়লে মনে হয় মুসলিমরা কত বর্বর, গোঁড়া এটা প্রমাণ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাতেও কোন সমস্যা ছিল না, যদি না তিনি আবার আরেক হাতে হিন্দুইজমের কতকগুলো বর্বর ও অশ্লীল প্রথাকে সমানে ডিফেন্ড না করে যেতেন। উনার লেখার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায় সেই চিরন্তন 'আত্মম্ভরি' মনোভাবটি - 'আপনার চেয়ে আমি মহৎ' ! এটি সাম্প্রদায়িকতা নয় তো কি, অবজেকটিভ ফ্রি-থিঙ্কিং? দেখুন

উনার নিজের কথাতেই তা প্রকাশ পায় - 'The reason I say this is because Islam is the only religion that resisted reform, and it may be argued that adherents to the religion (Islam) have further receded to embrace a literal interpretation of Islamic dictums, which I believe is the result of the lack of education, lack of democracy, and the failure of leadership among the Muslim population.' শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় তার 'দাঙ্গার ইতিহাস' বইয়ে এইসমস্ত চটকদার অভিযোগের উত্তরে লিখেছেন -

> 'সমান সামাজিক আর্থিক স্তরের হিন্দু মুসলমানের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে যে উভয় সম্প্রদায়ের মন-মানসিকতায় পার্থক্য নেই বললেই চলে। আর মুসলমানদের গোঁড়ামি ও পশ্চাদ্গামিতা সম্বন্ধে বলার পূর্বে সংবিধানে নিষিদ্ধ হবার পরও হিন্দু সমাজ কর্তৃক নিজ সমাজেরই একাংশকে অস্পৃশ্য মনে করার বাস্তব সত্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। এখনও নাথদ্বারের মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; স্বামী অগ্নিবেশ তাদের প্রবেশাধিকার দিতে গেলে শান্তিভঙ্গের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে তার প্রয়াস ব্যর্থ করা হয়। এখনো হিন্দু সমাজের অতি ক্ষুদ্র হলেও একাংশে কন্যা সন্তান অবাঞ্চিত মনে করে প্রসূতি গৃহেই তাকে হত্যা করা হয় এবং জনৈক প্রাদেশিক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগে সংবাদপত্র মুখর হয়ে ওঠে। এখনও আইনের উল্লংঘন করে সসমারোহে বাল্য বিবাহ হয়, এবং জনৈক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে এরকম প্রবল অভিযোগ থাকলেও তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে চক্ষুলজ্জায় বাঁধে না। এখনও কেবল অতি বিশিষ্ট হিন্দু সন্ন্যাসীরাই নয়, হিন্দুত্বের নামে রাজনীতির ক্ষেত্র সরগরমকারী রাজনৈতিক দলের অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা নেত্রী সতীদাহ প্রথার প্রকাশ্য সমর্থন করেন। এখনও গৃহবধু হত্যা হয় শিক্ষিত ও সম্পন্ন পরিবারেও। সয়ং কাঁচের ঘরের বাসিন্দা হয়ে অপরের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপের উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই।' (শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃঃ ২৬২)

দেখুন - এগুলো কিন্তু 'ভারত বিদ্বেষী' অভিজিৎ রায় লিখছে না - লিখছে 'ভারত-প্রিয়' হিন্দু লেখক-লেখিকারাই। খুবই আশার কথা যে, ভারতের সবাই এখনো বিষ্ণু দের মত 'অবজেকটিভ ফ্রিথিঙ্কার' -এ পরিণত হয় নি। হলে আর বিপদের অন্ত থাকত না।

যেখানে আবুল কাশেম, কামরান মির্জা, সাব্বির আহমেদরা মুসলিম সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো প্রতিদিনই তুলে ধরছেন, প্রত্যাশা ছিল যে ভারতীয় বংশদ্ভুত 'বিষ্ণু দে' রা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান নিয়ে, হিন্দুত্বের আগ্রাসন নিয়ে কিছুটা হলেও লিখবেন। তা তো তারা করছেন না; মুসলিমরা গত গোড়া, উন্মাদ, লম্পট, পারভার্ট এগুলো প্রমান করতেই আবুল কাশেমদের পিছনে সমানে ঢোল বাজিয়ে চলেছেন, আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প উগরে দিচ্ছেন।

জানি আমার ভাষা শুনে আজ আপনার খারাপ লাগছে। খারাপ তো আমারও লাগে মিসটার দে - যখন দেখি আপনার ইদানিংকার লেখার পুরোটুকুই থাকে অভিজিৎ রায় কতটা ভন্ড, কতটা হিপোক্রিট, কতটা স্থুল তা প্রমান করা। যেখানে জাফর উল্লাহ, জামাল হাসান, ফতেমোল্লা, কামরান মির্জারা নিশ্চুপ রয়েছেন, আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ রয়েছেন, সেখানে আপনার 'মোটা মাথায়' কিছুই ঢুকছে না, তা ভাবি কি করে! 'কাক হয়ে কাকের মাংস খাওয়ার রীতি' তো শেষ পর্যন্ত আপনিই চালু করলেন। ভারত-বিরোধিতা করে আপনার নরম দিলে আঘাত দেওয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে যা মানুষকে আহত করে? আর সেই দুঃখটা আরও বাড়ে যখন দেখি আঘাতটি আসে যাদের এতদিন সমমনা ভাবতাম, তাদের কাছ থেকেই? আমার একটি-দুটি হিন্দুত্ব বিরোধী লেখাতেই আপনার রাতে ঘুম হারাম হয়ে যায়, 'ভারত-বিদ্বেষের' গন্ধ পান, আর নিজে ভারতীয় বংশদ্ভুত হয়ে লাগাতার বাংলাদেশের বিরোধী প্রচারণায় মেতে আছেন! কখনও কি ভেবেছেন এতে করে বাংলাদেশের লোকজনের মনেও তেমনি আঘাত লাগতে পারে? ভাবেননি, কারণ 'ভারতীয় দাদাগিরিতে' অভ্যস্ত মনোভাবে ধরেই নিয়েছেন- আরে বাংলাদেশের মানুষ তো সব ম্লেচ্ছ, তালিবান, জংলি, এদের আবার ভাল-লাগা, খারাপ লাগা কি! আমি আপনার মত 'উবার অ্যালিসে' আক্রান্ত নই, কিন্তু 'দেবতাদের প্রসাদধন্য' জংলি মানুষগুলোরও তো মাঝে মধ্যে খায়েশ হয় 'দেবতাদের' নধর-গোপাল চেহারাটি দেখবার, অন্যকে দেখাবার; হয় না বলুন?

সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

অভিজিৎ
জুন, ১৬, ২০০৪

**বিঃ দ্রঃ** *বাই দ্য ওয়ে, আপনার 'বৌ পিটিয়ে ঝি কে শিক্ষা দেওয়া'র উপমাটি ভুল। সঠিক উপমাটি হবে 'ঝি কে পিটিয়ে বৌকে শিখানো'। ঝি রাখা, তাদের পেটানো, সবই আমাদের সুমহান ভারতীয় কালচার, তা সে যাকেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য হোক না কেন! ঐতিহ্য বলে না কথা :-)*